দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 9 .. 1999 ...
পৃঃ ৭ কলাম 2

৪৭

নট্রামস-এ দুর্নীতি-অপচয়-১

যত্রতত্র অবৈধ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

হাসিবুর রহমান বিলু ॥ দেশে দপ্তর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমিতে লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

১৯৮৩ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে ৬৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি "নট্রামস" সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯৮৬ সালে এক সরকারি নির্দেশে ২ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্স শুরু হয়। পরে এ কোর্সের পাশাপাশি '৯৫ সালে ২ বছর মেয়াদি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্সটিও চালু করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আবদুল মান্নান সরকারের দুর্নীতি, অনিয়ম এবং স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করলে নিজেকে বাঁচাতে পরিচালক বোর্ড অফ গভর্নসের ১৫তম সভায় প্রস্তাব করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে বলেই ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্স দুটি বন্ধ করা জরুরি। তিনি সে সময় সর্ট সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার প্রস্তাব করেন, এ কোর্সটি অনেকদিন ধরেই বন্ধ ছিল। কিন্তু বোর্ড সিদ্ধান্ত দেয় কোর্স দুটি বন্ধ করা ঠিক হবে না কারণ এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। মূলত দপ্তর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটিতে লেখাপড়া বন্ধ করে এখন দেয়া হচ্ছে শুধুমাত্র কম্পিউটার প্রশিক্ষণ যা এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব জানার পরও বোর্ড অফ গভর্নসের ১৭তম সভায় হঠাৎ করেই বলা হলো নট্রামস-এ ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্স যুগোপযোগী নয় তাই বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন। অথচ দপ্তর বিজ্ঞান শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতেই সাড়ে ৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নট্রামস-এর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে।

নট্রামস-এ এখন শুধু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ডিগ্রি ও মাস্টার ডিগ্রিধারীদের যারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেন তাদের অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নয়। যেমন শামসুল ইসলাম যিনি এখন প্রকৌশলী হিসেবে কম্পিউটার বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আসলে অর্থনীতিতে মাস্টার্স। এখন যে শিক্ষকরা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শুধু তাই নয়, নট্রামস অনুমোদিত যেখানে সেখানে গজে ওঠা প্রতিষ্ঠান থেকেও কম্পিউটার সাইন্সে ডিপ্লোমা ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন ঢাকার ২০/২৫ নর্থ সাউথ রোড, সিদ্দিক বাজারের হাবিব মার্কেটের তৃতীয় তলায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ঢাকা বিভাগীয় রিজিওনাল সেন্টার "জাতীয় যুব উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান একাডেমি (নিডাসা)"। নট্রামস সারাদেশে এ ধরনের অন্তত ৫শ' প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে। শুধু তাই নয় যেখানে সেখানে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় নট্রামস এফিলিয়েটেড রিজিওনাল প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাশেষে সার্টিফিকেট দেয়া হবে নট্রামস থেকে। হচ্ছেও তাই, সরকারি টাকায় ছাপানো সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে যাকে তাকে ফলে অপচয় হচ্ছে বিপুল অংকের সরকারি অর্থ।

লক্ষ্য করুন

আজ থেকে ৫ পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে নট্রামস-এর বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির উপর ধারাবাহিক প্রতিবেদন। পাঠক লক্ষ্য রাখুন এ পাতায়। —বি স